আল-আহযাব | Al-Ahzab | ٱلْأَحْزَاب

আয়াতঃ ৩৩ : ৫৫

আরবি মূল আয়াত:

لَا جُنَاحَ عَلَیۡهِنَّ فِیۡۤ اٰبَآئِهِنَّ وَ لَاۤ اَبۡنَآئِهِنَّ وَ لَاۤ اِخۡوَانِهِنَّ وَ لَاۤ اَبۡنَآءِ اِخۡوَانِهِنَّ وَ لَاۤ اَبۡنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَ لَا نِسَآئِهِنَّ وَ لَا مَا مَلَكَتۡ اَیۡمَانُهُنَّ ۚ وَ اتَّقِیۡنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ شَهِیۡدًا ﴿۵۵﴾

অনুবাদসমূহ:

নবীর স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতাদের, তাদের পুত্রদের, তাদের ভাইদের, তাদের ভাইয়ের ছেলেদের, তাদের বোনের ছেলেদের, তাদের নারীদের ও তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের বেলায় (হিজাব না করায়) কোন অপরাধ নেই। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী। — আল-বায়ান

কোন অপরাধ নেই (যদি নবীর স্ত্রীগণ সামনে যায়) তাদের পিতৃদের, তাদের পুত্রদের, তাদের ভ্রাতৃদের, তাদের ভ্রাতুষ্পুত্রদের, তাদের ভগ্নীপুত্রদের, তাদের নারীদের ও তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের। আর (হে নবীর স্ত্রীগণ!) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সকল জিনিসেরই প্রত্যক্ষদর্শী। — তাইসিরুল

নাবী-পত্নীদের জন্য তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুস্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় কোন অপরাধ নেই। হে নাবীর পত্নিগণ! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সবকিছু অবলোকন করেন। — মুজিবুর রহমান

There is no blame upon women concerning their fathers or their sons or their brothers or their brothers' sons or their sisters' sons or their women or those their right hands possess. And fear Allah. Indeed Allah is ever, over all things, Witness. — Sahih International

৫৫. নবী-স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতাগণ, পুত্রগণ, ভাইগণ, ভাইয়ের ছেলেরা, বোনের ছেলেরা, আপন নারীগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে তা(১) পালন না করা অপরাধ নয়। আর হে নবী-স্ত্রীগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর সম্যক প্রত্যক্ষদর্শী।

(১) অর্থাৎ তাদের সাথে পর্দা করা বাধ্যতামূলক নয়। [ফাতহুল কাদীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৫৫) নবী-পত্নীদের জন্য তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগিনীপুত্রগণ, (বিশ্বাসী) নারীগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসিগণের ব্যাপারে এ (পর্দা) পালন না করা অপরাধ নয়।[1] (হে নবীপত্নীগণ!) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন।[2]

[1] যখন নারীদের পর্দার আয়াত নাযিল হল, তখন গৃহে থাকা আত্মীয় বা যে সকল আত্মীয়রা সর্বদা গৃহে আসা-যাওয়া করে, তাদের বিষয়ে প্রশ্ন হল যে, তাদের থেকে পর্দা করতে হবে কি না? সুতরাং এই আয়াতে সেই সকল আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করে দেওয়া হল, যাদের থেকে পর্দা করা জরুরী নয়। এ মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা সূরা নূরের ৩১ নং (وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ) আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে তা দ্রষ্টব্য।

[2] এই স্থানে নারীদেরকে আল্লাহভীতির আদেশ দিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তোমাদের অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে, তবে পর্দার যে আসল উদ্দেশ্য, (অন্তর ও চক্ষুর পবিত্রতা এবং ইজ্জতের হিফাযত) তা অবশ্যই সাধন হবে। এ ছাড়া শুধু বাহ্যিক পর্দা (যেমন লোক প্রদর্শনী পর্দা, সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে, কাউকে ভয় বা লজ্জা করে, ফ্যাশন মনে করে, পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে পর্দা) তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে না। (যেহেতুঃ সংযমশীলতার লেবাসই সর্বোৎকৃষ্ট। -আ'রাফ ২৬ আয়াত)

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=3588

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন